39399 - ভুলজনিত সিজদাদ্বয়ে ও সিজদাদ্বয়ের মাঝখানে কী পড়বেন?

প্রশ্ন

আমরা ভুলজনিত সিজদাদ্বয় ও সিজদাদ্বয়ের মাঝখানে কী বলব? আমরা ফরয সালাতে যেভাবে বলি সেভাবেই কি বলব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আমাদের জানামতে ভুলজনিত সিজদাদ্বয়ের জন্য বিশেষ কোন যিকির উদ্ধৃত হয়নি। অতএব, এ সিজদাদ্বয়ের হুকুম নামাযের সিজদার মত হবে। তাই নামাযের সিজদাতে যা যা বলা হয় এ সিজদাদ্বয়েও তা তা বলা হবে। যেমন: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (আমি আমার সুউচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) ও দোয়া। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "বান্দা তার প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় সিজদারত অবস্থায়। অতএব, সিজদাতে বেশি বেশি দোয়া কর।"[সহিহ মুসলিম (৪৮২)]

নামাযের সিজদাদ্বয়ের মাঝখানে যা বলা হয় এ সিজদাদ্বয়ের মাঝখানে তা বলা হবে। যেমন: ربِّ اغْفِرْ لِيْ (হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন।)।

ইমাম নববী "আল-মাজমু" গ্রন্থে (৪/৭২) বলেন:

"ভুলজনিত সিজদা দুইটি। এ দুই সিজদার মাঝখানে একটি বৈঠক আছে। এই বৈঠকে ইফতিরাশ (ডান পা খাড়া রেখে, বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসা) পদ্ধতিতে বসা এবং সিজদাদ্বয়ের পর সালাম ফিরানো পর্যন্ত তাওয়াররুক (ভূমির উপর নিতম্ব রেখে উভয় পা ডান দিকে বের করে বসা) পদ্ধতিতে বসা সুন্নত। এ সিজদাদ্বয়ের পদ্ধতি ও যিকির নামাযের সিজদাগুলোর মত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।"[সমাপ্ত]

'আশ-শারহুল কাবীর' গ্রন্থে (৪/৯৬) বলেন:

"মূল নামাযের সিজদাতে যা যা বলেন সাহু সিজদাতেও তা তা বলবেন। এটি নামাযের সিজদার ওপর কিয়াসের ভিত্তিতে।"[সমাপ্ত]

'আসনাল মাতালিব' গ্রন্থে (১/১৯৫) বলেন:

“ভুলজনতি সজিদা দুইটি...। এ সজিদাদ্বয়রে পদ্ধতি নামাযরে সজিদাদ্বয়রে মত। সজিদাদ্বয়রে মাঝখানে ইফতরিাশ পদ্ধতিতে বসবনে এবং নামাযরে সজিদার যকিরি এ সজিদাদ্বয়ে পড়বনে।”[সমাপ্ত]

‘মুগনলি মুহতাজ’ গ্রন্থে (১/৪৩৯) বলনে:

“সজিদাদ্বয়রে পদ্ধতি নামাযরে সজিদার পদ্ধতরি মত। সজিদার ওয়াজবিসমূহ ও মানদুবসমূহরে ক্ষত্রে। যমেন: কপাল রাখা ও ধীরস্থরিতা ইত্যাদি...। এবং এ সজিদাদ্বয়ে নামাযরে সজিদার যকিরি পড়বনে।

আল-আযরাঈ এ সজিদাদ্বয়রে যকিরি সম্পর্কে বলনে: “যা প্রতীয়মান তা হলো: এর যকিরি মূল নামাযরে সজিদার যকিরিরে মত।”[সংক্ষপেে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্রে (৬/৪৪৩) এসছে:

“ভুলজনতি সজিদা ও তলোওয়াতরে সজিদা দানকারী নামাযরে সজিদাতে যা যা বলনে তাই বলবনে: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (আমার সুউচ্চ প্রভুর পবত্রিতা ঘোষণা করছি)। একবার বলা ওয়াজবি। পরপিূর্ণ মাত্রা হচ্ছে: ন্যূনতম তনিবার বলা। সজিদাতে সাধ্যমত শরয়ী দোয়াগুলো পড়া মুস্তাহাব।”[সমাপ্ত]

কোন কোন আলমে বলনে: " سُبْحَانَ مَنْ لا يَنَامُ وَلا يَسْهُو "(আমি সইে সত্তার পবত্রিতা ঘোষণা করছি যিনি ঘুমান না এবং ভুলে যান না।) কন্তিু হাফযে ইবনে হাজার ‘আত-তালখীস’ গ্রন্থে (২/১২) মন্তব্য করছেনে: আমি এর (পূর্বোক্ত দোয়ার) কোন ভত্তিি পাইনি।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।